যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

# দরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে একটি হতাশাজনক খবর দিয়াছেন আমাদের ভোলা প্রতিনিধি। সুদূর দ্বীপদেশ ভোলা জেলায় প্রাইমারি স্কুলগামী প্রায় তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এক লক্ষ প্রতি বৎসর ঝরিয়া পড়িতেছে। আরও এক লক্ষ শিশু স্কুলস্বল্পতাসহ নানা কারণে বিদ্যালয়মুখী হইতে পারিতেছে না। ভোলার বেড়িবাঁধ এলাকায় বসবাসকারী অর্ধলক্ষ জেলে পরিবারের ২০ হাজার শিশু কোনকালেই শিক্ষার আলো পায় না। উল্লেখ করা আবশ্যক, প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী তিন লক্ষ শিশুর আড়াই লক্ষই আসিয়া থাকে দরিদ্র পরিবার হইতে। তাহাদের পেটে ক্ষুধা, চেহারায় ছাপ থাকে দারিদ্র্যের। অনেক শিশুই সকালে স্কুলে আসে প্রায় অভুক্ত অবস্থায়। প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল এবং অভুক্ত শিশুদের স্কুলমুখী করিতে দাবি উঠিয়াছে স্কুলগুলিতে লাঞ্চ আওয়ারে সরকারিভাবে পুষ্টিমানসম্মত খাবার পরিবেশনের। কোস্ট ট্রাস্ট নামের একটি স্থানীয় সংগঠন কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবককে লইয়া এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করিয়াছে। উহাতে সমর্থন মিলিয়াছে ভোলা জেলা প্রশাসন, আইনজীবী সমিতি, স্কুল-কলেজ, শিক্ষক সমিতি প্রভৃতির। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পশ্চিমবঙ্গের শহরতলি এবং মফস্বলের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৎসামান্য দুর্নীতির অভিযোগ শুনা গেলেও সার্বিকভাবে পদ্ধতিটি প্রশংসিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার স্কুলে বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করা যায় কিনা— সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সদিচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইলে এই ক্ষেত্রে তহবিল কোন সমস্যা হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। বিদেশী অনুদানও পাওয়া যাইবে। দেশে প্রায় ৫৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৬২ হাজার ৬৩টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ১৯৯৫ সালে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৮৫ জন। ২০০৩ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯০৯ জন। অর্থাৎ সাড়ে ৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী কমিয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমতাবস্থায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উপর্যুপরি 'ড্রপ আউটের' ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। উহার কারণ কী হইতে পারে? এডুকেশন ওয়াচ নামের একটি সংস্থার হিসাবে, প্রধানত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রতি পাঁচজন শিশুর একজন আদৌ স্কুলে যায় না। গত পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, ছয় হইতে দশ বৎসর বয়সী শিশুদের এক-তৃতীয়াংশই প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। আবার ভর্তিকৃত শিশুদের ৬০ শতাংশই ঝরিয়া যায়। প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই এবং উপবৃত্তি দিয়াও তাহাদের ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। মনিটরিংয়ের অভাব এবং অভিভাবকদের অসচেতনতাও উহার জন্য কম দায়ী নহে। অনেক শিশুকেই সাহায্য করিতে হয় ঘরের কাজে। রহিয়াছে পল্লী, পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক দারিদ্র্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকস্বল্পতাসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগও রহিয়াছে। উহার পরেও কথা থাকে। শিক্ষাকে সকলের জন্য নিশ্চিত করিতে হইলে সকল স্তরের শিশু শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করিতে হইবে বিদ্যালয়ের প্রতি। অভুক্ত থাকিয়া এবং অপুষ্টিতে ভুগিয়া শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লাঞ্চ টাইমে খাবার পরিবেশনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যাইতেই পারে। এনজিওগুলিও এই ক্ষেত্রে অবদান রাখিতে পারিবে।